জন্মভূমি পাকিস্তানের বিপক্ষে ঝড় তুলে বিশ্বরেকর্ড আব্বাসের

জন্ম পাকিস্তানে। তবে মোহাম্মদ আব্বাস খেলছেন নিউজিল্যান্ডের হয়ে। পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ওয়ানডে অভিষেকও হয়ে গেল তার। আর সেই অভিষেকটা তিনি রাঙালেন বিশ্বরেকর্ড গড়ে।

তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে স্বপ্নের এক অভিষেক হয়েছে আব্বাসের। যেখানে ব্যাট করতে নেমে অভিষেকেই ওয়ানডের দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড গড়েছেন তিনি। ফিফটি তুলতে বল খেলেছেন মাত্র ২৪টি। আর তাতেই বিশ্বরেকর্ড হয়ে গেছে আব্বাসের।

এতদিন এই রেকর্ডটি যৌথভাবে ছিল ভারতের ক্রুনাল পান্ডিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলিক অ্যাথানেজের। দুজনেরই ফিফটি হাঁকাতে খেলেছিলেন ২৬ বল। সেই তাদেরকেই এবার ছাড়িয়ে গেলেন আব্বাস। সাজঘরে ফেরার আগে ৩ ছক্কা ও ৩ চারে করেন ২৬ বলে করেন ৫২ রান।

আব্বাসের ক্রিকেটে আসা অবশ্য বাবার হাত ধরে। তার বাবা আজহার আব্বাস পাকিস্তানের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটও খেলেছেন। পরবর্তীতে নিউজিল্যান্ডে এসে খেলেছেন ওয়েলিংটন ও অকল্যান্ডের হয়েও। বর্তমানে ওয়েলিংটনে সহকারী কোচের দায়িত্ব পালন করছেন সাবেক এই পেসার।

ক্রিকেটার বাবার স্বপ্ন পূরণে মাত্র ৩ বছর বয়সেই হাতেখড়ি আব্বাসের। বেড়ে উঠেছেন অকল্যান্ডে। ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে খেলার কথা ছিল আব্বাসের। তবে কোয়ারেন্টিন বাধ্যবাধকতায় শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্ট থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয় নিউজিল্যান্ড।

এরপর লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ওয়েলিংটনের হয়ে প্রথম সেঞ্চুরি করেন আব্বাস। ডাক পাওয়ার আগে সব মিলিয়ে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ম্যাচ খেলেছেন ১৫টি। প্রায় ৩৫ গড়ে আব্বাস রান করেছেন ৪৫৪, উইকেট পেয়েছেন ৫টি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ম্যাচ খেলেছেন ২১টি। ৬টি ফিফটির সঙ্গে সেঞ্চুরি আছে ২টি।

সূত্র: যুগান্তর

লন্ডনে ফিরে যাচ্ছেন হামজা

এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারতের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। বুধবার বিকাল ৫টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে হামজা-জামালরা। আজ বৃহস্পতিবার থেকেই সবাই থাকবেন ছুটিতে।

জানা গেছে, বিমানবন্দরে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন হামজা চৌধুরী। সেখান থেকে ঢাকার বাসায় চলে যান তিনি। সূত্র জানায়, সকালে লন্ডনের বিমান ধরেছেন শেফিল্ডের হয়ে ধারে খেলা এই মিডফিল্ডার।

জাতীয় দলের বাকি ফুটবলাররাও আজ থেকে ছুটিতে চলে যাবেন। দেশের ঘরোয়া ফুটবল আবার শুরু হবে ১১ এপ্রিল, তাই ঈদের ছুটি কাটিয়ে এর আগেই সবার ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের পরবর্তী ম্যাচ ১০ জুন, সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। বাফুফে চায় ম্যাচটি ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে আয়োজন করতে, যদিও স্টেডিয়ামের সংস্কারকাজ এখনো চলমান। এরপর ১৮ অক্টোবর ঢাকায় ভারতের বিপক্ষে ফিরতি লেগ অনুষ্ঠিত হবে।

সূত্র: যুগান্তর

ব্রাজিলকে গুঁড়িয়ে বাংলাদেশকে টেনে যা বললেন এনজো

রাফিনিয়ার কথাই ফলে গেল। তবে ফল উল্টো। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে নামার আগে ব্রাজিলের তারকা হুংকার ছুঁড়েছিলেন, ‘বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ওদের (আর্জেন্টিনা) গুঁড়িয়ে দেব।’ তার সেই হুংকারের শব্দ বেজেছে ব্রাজিলের কানেই। দাপুটে এক জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা। এরপরই বাংলাদেশের সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন এনজো ফার্নান্দেজ।

ম্যাচ শেষে ফেসবুকে এক পোস্টে আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার লেখেন, ‘অবিশ্বাস্য সমর্থন এবং বার্তার জন্য ধন্যবাদ বাংলাদেশ, এই জয়টিও আপনারও।’ আরেক পোস্টে ব্রাজিল তারকা রাফিনিয়াকে খোঁচা মেরেছেন এনজো, ‘পরের বার থেকে বিনয়ী থেকো রাফিনিয়া।’

আর্জেন্টিনা নিয়ে বাংলাদেশি সমর্থকদের একটু বেশিই আবেগ। লাতিন কিংবা ইউরোপে মাঠের লড়াই হলে এ দেশে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল ভক্তরা আলাদা হয়ে যায়। কথার লড়াই চলে। ওসব আর্জেন্টাইনদের মনে ধরেছে। বাংলাদেশের বেশ কিছু ইস্যুতে এনজোকে প্রায়ই সরব দেখা যায়। ব্রাজিলকে গুঁড়িয়ে আবারও বার্তা দিয়েছেন। ফেসবুকের পোস্টে জুড়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের দুটি পতাকার ইমোজিও।

বুধবার বুয়েন্স আইরেসে লিওনেল স্কালোনির দল জিতেছে ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে। এই জয়ে বাছাইপর্বে ১৪ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট হলো আর্জেন্টিনার। তাতেই দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চল থেকে প্রথম দল হিসেবে বিশ্বকাপও নিশ্চিত করেছে আলবিসেলেস্তেরা। বড় হারে সমান ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে এখনো শঙ্কার দোলাচলে পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিন ব্রাজিল।

বিশ্বকাপে যাওয়ার সুখবর নিয়েই নেমেছিল আর্জেন্টিনা। পরে মাঠে দেখিয়েছে দাপট। একটি করে গোল করেছেন জুলিয়ান আলভারেস, এনজো ফার্নান্দেস, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার ও জুলিয়ান সিমিওনি। ব্রাজিলের হয়ে এক গোল ফেরান মাথিয়াস কুনিয়া। ২০১৪ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে জার্মানির কাছে ৭-১ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার পর প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে আজই প্রথম অন্তত ৪ গোল হজম করল ব্রাজিল। লাতিন কোনো দলের বিপক্ষে ৪ গোল হজম করল ১৯৮৭ কোপা আমেরিকার পর।

সূত্র: যুগান্তর

বাংলাদেশ-ভারতের লড়াই

কখন—দেখবেন কোথায়

আলোচনা, রোমাঞ্চ চলছেই। অপেক্ষাও ফুরাবে দ্রুত। আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ভারতের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচটি ঘিরে বেশ উন্মাদনা।

শেষ এক সপ্তাহে ফুটবল উত্তেজনা শিলং থেকে মানচিত্র ফুঁড়ে আছড়ে পড়েছে বাংলাদেশে। চায়ের কাপে ঝড় উঠছে, পরিকল্পনা হচ্ছে, গল্প হচ্ছে, দেখা হচ্ছে আশাও।

ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের যেকোনো লড়াই একটু বেশিই আবেগের। কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষার পর আরেকটি মঞ্চ প্রস্তুত। আজ সন্ধ্যায় বসবে সেই মর্যাদার লড়াই।

খেলাটি সরাসরি দেখাবে টি-স্পোর্টস। দেখা যাবে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কেও। ফুটবলের লড়াই বসবে ভারতের শিলংয়ে জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে।

ভারতের স্প্যানিশ কোচ মানালো মার্কেজও কষেছেন কঠিন ছক। ঘরের মাঠে তাদের প্রধান লক্ষ্য তিন পয়েন্ট এবং বাছাই পর্ব পেরোনো। বাংলাদেশেরও অভিন্ন লক্ষ্য। শক্তিমত্তা, পরিসংখ্যান ও সাম্প্রতিক ফর্ম যদিও ভিন্ন কিছু বলে, তবে মাঠের লড়াইয়ে আজ উন্মাদনা ছড়াবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পরিসংখ্যানে অবশ্য ভারত এগিয়ে। ১৯৭৮ সাল থেকে ২০২১ পর্যন্ত দুই দেশ ২৬ বার মুখোমুখি হয়েছিল। এর মধ্যে মাত্র তিনবার জিতেছে বাংলাদেশ। ১০টি ম্যাচ ড্র হয়। বাকি ১৩টিতে জিতেছে ভারত। বাংলাদেশের তিন জয়ের মধ্যে দুটি লাল-সবুজদের সুখস্মৃতি। আজ কি সুখস্মৃতির সেই মুকুটে আরেকটি পালক জড়াতে পারবেন জামাল-হামজারা, সময় দেবে উত্তর।

কোথায় দেখবেন ম্যাচ
টি-স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে।
কখন শুরু হবে
আজ মঙ্গলবার, বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে।
কোথায় হবে ম্যাচ
শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে।

সূত্র: যুগান্তর

গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা ভেবেছিলেন তামিম

বুকে ব্যথা শুরু হয়েছিল সকালেই। অস্বস্তি বোধ করাতে তামিম ইকবাল ফিজিও ও ট্রেইনারকে জানান। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অধিনায়ক ভেবেছিলেন গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা। তাই ওষুধও খান। কিন্তু খানিকক্ষণ পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। জানা গেছে, তামিমের ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। ব্লক ধরা পড়েছে, বসানো হয়েছে একটি রিং।

বিকেএসপিতে ডিপিএলে ম্যাচ খেলার মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়া তামিককে লাইফ সাপোর্ট থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। অবস্থারও উন্নতি হয়েছে। আপাতত সিসিউ’তে আছেন পর্যবেক্ষণে। তবে শারিরীক অবস্থা হেলিকপ্টারে ফ্লাই করার উপযোগী নয় বলে এখনও ঢাকায় আনার সিদ্ধান্ত হয়নি।

আজ বিকেএসপির ৩ নম্বর মাঠে চলছিল ডিপিএলের অষ্টম রাউন্ডের ম্যাচ। শাইনপুকুর ক্রিকেট ক্লাবের বিপক্ষে ম্যাচে মাঠেই হার্ট অ্যাটাক করেন তামিম। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অধিনায়ককে দ্রুতই হাসপাতালে নেওয়া হয়। লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। এখন অবশ্য সেখান থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে।

এরআগে, অসুস্থ হয়ে পড়লে তামিমকে নিতে হেলিকপ্টার আসে। কিন্তু পরিস্থিতি ভালো না হওয়ায় পাশেই থাকা কেপিজে স্পেশালাইজড হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয় তামিমকে। সেখানেই চলছে তার চিকিৎসা। মোহামেডানের ফিল্ডিংয়ের সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাৎক্ষণিক বিকেএসপির মেডিকেল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পরে নেওয়া হয় হাসপাতালে। মোহামেডানের কর্মকর্তারা তামিমের সঙ্গেই আছেন। বিসিবির কর্তারাও যাচ্ছেন তামিমকে দেখতে।

জানা গেছে, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এনজিওগ্রামের পর তামিমের

হার্টে ব্লক ধরা পড়েছে। এরই মধ্যে হার্টে পরানো হয়েছে একটি রিং। তামিমের ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। চিকিৎসক জানিয়েছেন, ১০০ শতাংশ ব্লক থাকায় তাকে ঢাকায় নেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে তিনি এখন আশঙ্কামুক্ত।

সূত্র: যুগান্তর

স্টাম্প ভেঙেও আউট নন নারাইন, কি বলছে নিয়ম

আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচেই ঘটে গেছে অদ্ভূত এক ঘটনা। অসাবধানতাবশত ব্যাট দিয়ে স্টাম্প ভাঙতে দেখা গেছে সুনীল নারাইনকে। অথচ, হিট আউট হতে হয়নি তাকে। কেন আউট দেওয়া হলো না নারাইনকে, কী বলছে নিয়ম?

বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ম্যাচে ২৬ বলে ৪৪ রানের ইনিংস খেলেছেন নারাইন। তবে তিনি আউট হতে পারতেন ১৮ রানেই। ১৬ বলে তখন ১৮ রানে ব্যাট করছেন এই ক্যারিবীয় ওপেনার। ইনিংসের অষ্টম ওভারে বেঙ্গালুরুর পেসার রাসিখ সালাম চতুর্থ বলটা করেছিলেন শট লেংথ ও অফ স্টাম্পের খানিকটা বাইরে দিয়ে। খেলার চেষ্টা করেননি নারাইন। বল চলে যায় উইকেটকিপার জিতেশ শর্মার গ্লাভসে। উচ্চতার কারণে লেগ আম্পায়ার সেটিকে ওয়াইড দেন।

এরপরই ঘটে ঘটনাটি। অবসাবধানতাবশত ব্যাট পেছনে আনার সময় নারাইনের ব্যাট স্টাম্পে লেগে বেল পড়ে যায়। জ্বলে ওঠে বেলের জিং লাইট। বেঙ্গালুরু ফিল্ডার টিম ডেভিড ও বিরাট কোহলি হিট আউটের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু আম্পায়ার সাড়া দেননি। যা নিয়েই জন্মেছে কৌতুহল। কোন নিয়মে নারাইনকে আউট দিলেন না আম্পায়ার। কি বলছে নিয়ম?

ক্রিকেটের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) ৩৫.১.১.২ থেকে ৩৫.১.১.৪ ধারায় বলা আছে, একজন ব্যাটসম্যান তখনই হিট আউট হবেন, যখন তিনি প্রথম রান নেওয়ার জন্য

দৌড় শুরু করতে গিয়ে উইকেট ভাঙবেন অথবা বল ছেড়ে দেওয়ার পর তৎক্ষণাৎ উইকেট ভাঙবেন অথবা বলকে স্টাম্পে লাগা থেকে বাঁচাতে গিয়ে উইকেট ভাঙবেন।

যার কোনোটিই করেননি নারাইন। তাছাড়া স্টাম্প ভাঙার আগেই বল উইকেটকিপারের হাতে চলে যাওয়ায় ডেড হয়ে গিয়েছিল বলটি। আম্পায়ারও ওয়াইড কল করেছিলেন। যে কারণে হিট আউট দেওয়া হয়নি নারাইনকে।

তবে আম্পায়ারের দেওয়া এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক হতে পারত আরও। যদি ম্যাচের মোড় ঘুরে যেত নারাইনকে আউট না দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত কিংবা ম্যাচটা হেরে যেত বেঙ্গালুরু। শেষ পর্যন্ত সেটি হয়নি। কেকেআরের ১৭৪ রানের টার্গেট ২২ বল ও ৭ উইকেট হাতে রেখেই টপকে যায় বেঙ্গালুরু।

সূত্র: যুগান্তর

আইপিএলের ৩ ফ্র্যাঞ্চাইজির অপেক্ষায় সাকিব

কদিন আগে সাকিব আল হাসান পেয়েছেন শাপমুক্তি। আইসিসি থেকে সুখবর মিলতেই মরিয়া হয়েও উঠেছেন। প্রত্যাবর্তন হিসেবে আইপিএলকে বেছে নিতে চাচ্ছেন টাইগার এই অলরাউন্ডার। ভারতের গণমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিন জানিয়েছে, ইতোমধ্যে তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যোগাযোগও করেছেন সাকিব।

সূত্রের বরাতে পত্রিকাটি জানায়, স্পিন বিভাগে দুর্বল তিনটি দলের হয়ে খেলতে চেয়ে যোগাযোগ করেছেন সাকিব। তারা সাবেক বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারকে আশ্বাস দিয়েছেন। যেহেতু নিলামে দল পাননি সাকিব, তাই তাকে অপেক্ষায় থাকতে হবে। যদি কোনো দলে ইনজুরি বা কারও বদলি প্রয়োজন হয়, তবেই ডাক পাবেন সাকিব।

দেশের বাইরে থাকা সাকিব টেস্ট থেকে নিয়েছেন অবসর। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তার খেলার কথা ছিল। কিন্তু নানা জটিলতার কারণে সেটি

হয়নি। আপাতত বাংলাদেশ জাতীয় দলেও তার ফেরা অনেকটা কঠিন হয়ে আছে। এরমাঝে আইসিসি নিষিদ্ধ করেছিল সাকিবের বোলিং।

বোলিং অ্যাকশনের ত্রুটি সারতে দুবার পরীক্ষা দিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন সাকিব। পরে অবশ্য পাশ করেন। এরপরই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আইপিএল দিয়ে ফিরবেন। দেশের ক্রিকেট থেকে দূরে থাকা টাইগার এই অলরাউন্ডারের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের পথ খোলা আছে। বোলিং অ্যাকশনের নিষেধাজ্ঞা কেটে যাওয়ায় এখন আবারও অলরাউন্ডার হিসেবে সাকিব খেলতে পারবেন। তাই সুযোগ নিতে চাচ্ছেন আইপিএলে।

সংবাদ প্রতিদিন জানিয়েছে, আইপিএলের তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে প্রাথমিকভাবে আলোচনা সেরেছেন সাকিব। দলগুলো হলো—রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, রাজস্থান রয়্যালস এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে সাকিব জানিয়েছেন, খেলার জন্য পুরোপুরি তৈরি তিনি।

তবে এই তিন ফ্র্যাঞ্চাইজিতে সাকিবের ঢোকা আপাতত কঠিন। যদি কেউ চোটে পড়েন এবং বদলি হিসেবে দলটি সাকিবকে উপযুক্ত মনে করেন, তবেই আইপিএলে দেখা যেতে পারে সাকিবকে!

সূত্র: যুগান্তর

‘কোপার ফাইনালে আর্জেন্টিনার পক্ষ নিয়েছিলেন ব্রাজিলের রেফারি’

বিশ্ব ফুটবলে চলছে আর্জেন্টিনার দাপট। সবশেষ আট মাস আগে হওয়া কোপা আমেরিকার ফাইনালেও শিরোপা উঁচিয়ে ধরেছে লিওনেল মেসির দল। এবার যা নিয়েই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন ফাইনালে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া। দলটির অধিনায়ক হামেস রদ্রিগেজের দাবি, ম্যাচ পরিচালনা করা ব্রাজিলিয়ান রেফারি হোদোলফো তস্কি আর্জেন্টিনার পক্ষ নিয়েছিলেন।

গত জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অতিরিক্ত সময়ে গড়ানো সেই ফাইনালে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারায় আর্জেন্টিনা। মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে লাউতারো মার্তিনেজের ১১২ মিনিটের গোলে লাতিন আমেরিকার ফুটবল শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট ধরে রাখে আর্জেন্টিনা। এবার সেই ম্যাচেই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনলেন রদ্রিগেজ।

আসরসেরার পুরস্কারজয়ী এই প্লে মেকার স্প্যানিশ সাংবাদিক এদু আগিরেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন, বাড়তি সুবিধা পেয়েছিল আর্জেন্টিনা।

তিনি বলেন, ‘কোপা আমেরিকা আমাদের দারুণ কেটেছিল। বাইরের কিছু ব্যাপার জড়িত না থাকলে আমরাই হয়তো জিততাম। ব্রাজিলিয়ান রেফারি (ভিএআর) হোদোলফো তস্কির অনেক বড় প্রভাব ছিল। তিনি একটি বা দুটি পেনাল্টি দেননি। আমার মতে, এটা খুবই পরিষ্কার ছিল।’

টুর্নামেন্টের সূচিতে আর্জেন্টিনাকে সুবিধা দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ রদ্রিগেজের, ‘আমরা এমন সব শহরে খেলেছিলাম, যেগুলো একটা থেকে অন্যটা অনেক দূরে। সে তুলনায় আর্জেন্টিনা অনেক কম ভ্রমণ করেছে। আমরা খুব ভালো ছন্দ নিয়ে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে এসেছিলাম। ফাইনালে খুব ভালো খেলছিলাম। কিন্তু সব কিছু ওদের পক্ষে গেছে। আমি বলছি না, জয় ওদের প্রাপ্য নয়, তবে সত্যিটা হচ্ছে বাইরের প্রভাব ছিল এবং সেটাই আমাদের পিছিয়ে দিয়েছিল।’

সূত্র: যুগান্তর

হামজাকে নিয়ে দীর্ঘ পোস্ট মাশরাফির

হামজা চৌধুরী জ্বরে বাংলাদেশ। বিমানবন্দর থেকে স্নানঘাট গ্রাম হামজাকে এক নজর দেখতে মানুষের ছিল উপচে পরা ভিড়। দুদিন পেরিয়ে গেলেও কমেনি উন্মাদনা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা এই মিডফিল্ডারকে বাংলাদেশ যেভাবে বরণ করে নিয়েছে তাতে পুরোনো রোমাঞ্চ টের পেয়েছেন মাশরাফি বিন মর্তুজা।

নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি গত রাতে লিখেছেন লম্বা পোস্ট। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ ও সামনের দিনগুলির জন্য হামজাকে শুভকামনা জানিয়েছেন দেশের অন্যতম সেরা অধিনায়ক।

মাশরাফি লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের ফুটবলে আপনাকে স্বাগত হামজা দেওয়ান চৌধুরী! আপনার আগমনে প্রথম প্রেমের সেই রোমাঞ্চ যেন আবার টের পাচ্ছি, যে প্রেমের নাম ফুটবল! আমাদের ছেলেবেলায়, শৈশব-কৈশোরে ফুটবল ঘিরে যে উন্মাদনা ছিল, কয়েক দিন ধরে বাংলাদেশের ফুটবলে যেন দিনগুলোই ফিরে এসেছে।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা একজন ফুটবলার আমাদের দলে খেলেন, লেস্টার সিটি বা শেফিল্ড ইউনাইটেডের খেলায় তার নামের পাশে আমাদের দেশের নামও উচ্চারিত হবে, এই দেশের জন্য এটা বড় পাওয়া। আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা। যে শেকড়ের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে, সেই পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

আপনি এসেই জাদুকরী কিছু করে রাতারাতি দেশের ফুটবল বদলে দেবেন, এমন আকাশছোঁয়া প্রত্যাশা আমার নেই। মাঠে একজন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের ভূমিকাও আমার জানা আছে। স্রেফ আশা করব, আপনার ছোঁয়ায় দেশের ফুটবলে নতুন প্রাণের জোয়ার আসবে, লোকের আগ্রহ বাড়বে, শিশু-কিশোররা ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখবে, আর্জেন্টিনা- ব্রাজিল দল বা ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের মতোই নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশের ফুটবলকে আপন করে নেবে। আশা করব, আপনাকে ঘিরে দেশের ফুটবলের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসবে, আপনার পায়ে পায়ে দেশের সামগ্রিক ফুটবল এগিয়ে যাবে।

জামাল ভূঁইয়া, তারেক কাজীসহ প্রবাসী যারা এসে দেশের ফুটবলকে সমৃদ্ধ করেছেন, আরও যারা আসবেন, সবার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। ফুটবল আমাদের প্রাণের খেলা। ফুটবলে এই নতুন দিনের গান আমাদের মনেও নতুন স্বপ্নের দোলা দিচ্ছে। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ ও সামনের দিনগুলির জন্য শুভকামনা হামজা। শুভকামনা বাংলাদেশ ফুটবল দল।‘

এর আগে মেসি, জিদানরা বাংলাদেশ ঘুরে গেছেন। তারা আসায় ক্ষণিকের জন্য হলেও ফুটবলে নতুন হাওয়া লেগেছিল। সেই হাওয়া যদিও বাংলাদেশের মৃতপ্রায় ফুটবলকে জাগিয়ে তুলতে পারেনি। এবার নায়কের আগমন। হামজার হাত ধরেই বাংলাদেশের ফুটবল পুরোনো রূপ ফিরে পাবে, এমনটাই আশা সবার। আগামী ২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে লাল সবুজের জার্সিতে

অভিষেক হতে পারে হামজার।

সূত্র: যুগান্তর

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ‘বেস্ট ডেলিভারির’ তালিকায় তাসকিন

দিন দশেক আগে থেমেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মিশন। তবে এখনও চলছে উন্মাদনা। সোমবার আইসিসি এক ভিডিও প্রকাশ করে আবারও আলোচনায় এনেছে আট জাতির টুর্নামেন্ট। পুরো টুর্নামেন্টে ১০টি সেরা ডেলিভারি বেছে নিয়েছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। সেখানে আছে তাসকিন আহমেদের একটি ডেলিভারি।

আইসিসির অফিশিয়াল ইন্সটাগ্রামে দেওয়া ভিডিওর প্রথমেই দেখা যাচ্ছে আবরার আহমেদের ডেলিভারি। পাকিস্তানি লেগস্পিনার অসাধারণ এক ডেলিভারিতে বোল্ড করেন ভারতীয় ওপেনার শুভমান গিলকে। এরপরই তাসকিন। রাওয়ালপিন্ডিতে নিউজিল্যান্ডের উইল ইয়াংকে বোল্ড করার পর তাসকিনের গর্জন ছিল দেখার মতো।

তালিকায় তিনে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। ফাইনালে কুলদীপ যাদবের বোলিং চারে। শাহিন শাহ আফ্রিদির বলে রোহিত শর্মার বোল্ড হওয়ার ভিডিও আছে আইসিসির এই পেজে। আবরারেরই আরও একটা সেরা বোলিং আছে আইসিসির ভিডিওতে।

নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসনকে যেভাবে বোকা বানিয়ে নাসিম শাহ কট বিহাইন্ড করেছেন, সেটাও আইসিসির ভিডিওতে আছে। আইসিসির এই ভিডিওতে ভারতের রবীন্দ্র জাদেজা, দক্ষিণ আফ্রিকার উইয়ান মুল্ডারের বোলিং আছে। পুরো ভিডিওতে একমাত্র নাসিমের উইকেটটাই ক্যাচ আউট। বাকিগুলো বোল্ড।

সূত্র: যুগান্তর